দৈনিক সংবাদ 20

তারিখ ... 13 JUN 1990
পৃষ্ঠা ... 7 কলাম ... 2

মেডিক্যাল শিক্ষকরা প্রাইভেট প্রাকটিস করতে পারবেন না

—রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি এরশাদ গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিক্যাল প্রাকটিসনারস এসোসিয়েশনের (বিপিএমপিএ) সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, সরকারী ডাক্তারদের প্রাইভেট

(শেষ পৃঃ ৫–এর কঃ দ্রঃ)

রাষ্ট্রপতি

(১ম পাতার পর)

প্রাকটিস নিয়ন্ত্রিত করা হবে।

সম্মেলনে এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ আলতাফ হোসেন সভাপতিত্ব করেন। এতে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনামন্ত্রী ডাঃ আজিজুর রহমান, স্বাস্থ্য সচিব হাসান আহমদ, এসোসিয়েশনের মহাসচিব ডাঃ আইনুল ইসলাম চৌধুরী।

রাষ্ট্রপতি বলেন ঃ দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব চিকিৎসক শিক্ষকতা করছেন তারা প্রাইভেট প্রাকটিস করতে পারবেন না। অনুরূপভাবে ট্রেইনী ডাক্তাররাও প্রাইভেট প্রাকটিস করতে পারবেন না।

নতুন জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির রূপ রেখা বর্ণনাকালে রাষ্ট্রপতি বলেন ঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্যানিটারি ব্যবস্থাসহ খাদ্য ও পুষ্টির যোগানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হবে

রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন স্বাস্থ্য নীতিতে বিশেষজ্ঞ, সাধারণ প্রাকটিসনার, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য পেশার লোকদের নিয়ে আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে এবং টিকা নেয়ার তারিখ লিপিবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, এলাকাভিত্তিক মেডিক্যাল শিক্ষা দেয়া হবে। মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে।

রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দেন যে, ১লা জুলাই থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় রাখা হবে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মরত মাঠ কর্মীরা পরিবার কল্যাণ কর্মী হিসেবে পরিচিত হবেন।

তিনি বলেন, চিকিৎসা না পেয়ে কিংবা ডাক্তারদের অবহেলার কারণে রোগী মারা যাবার ঘটনায় জাতি শোকাভূত। তিনি বলেন, বাজারে কিছু নিম্নমানের ওষুধ রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ব্যবসার জন্য অপ্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরী পরীক্ষা, ব্যবস্থাপত্রে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ লেখা এবং সাধারণ ডেলিভারীর পরিবর্তে সিজারিয়ান ডেলিভারী করানোর খবর রয়েছে।